অভাব (Negation)

ন্যায়-বৈশেষিক মতে, অভাব সপ্ত পদার্থের অন্যতম। তাঁদের মতে, ভাব ও অভাব ভেদে পদার্থ দু' প্রকার। ন্যায়-বৈশেষিক দার্শনিকেরা বস্তুস্বাতন্ত্র্যবাদী দৃষ্টিভঙ্গি থেকে অভাব পদার্থ স্বীকার করেছেন। জ্ঞান মাত্রই সবিষয়ক, অর্থাৎ বিষয় ছাড়া জ্ঞান হয় না। জ্ঞানের বিষয় জ্ঞান নিরপেক্ষ সত্তাবিশিষ্ট। 'ভূতলে ঘট নাই', 'বায়ুতে রূপ নাই', এরূপ অভাব জ্ঞানের বিষয়রূপে অভাবের জ্ঞানাতিরিক্ত সত্তা অবশ্যস্বীকার্য। ন্যায়-বৈশেষিক মতে, অভাব অধিকরণ থেকে ভিন্ন স্বতন্ত্র পদার্থ। অভাব বলতে নাস্তিত্বকে বোঝায় না। অভাব বলতে 'কোন কিছুতে কোন কিছুর অভাব' বোঝায়। যেমন, 'ভূতলে ঘটের অভাব', 'সর্ষেতে তেলের অভাব'। যার অভাব তা হল সেই অভাবের প্রতিযোগী এবং অভাবের অধিকরণকে বলে তার অনুযোগী। অভাব অনুযোগী ও প্রতিযোগী সাপেক্ষ।

অন্নংভট্ট তর্কসংগ্রহের এই অংশে প্রাগভাব, প্রধ্বংসাভাব বা ধ্বংসাভাব, অত্যন্তাভাব ও অন্যোন্যাভাব এই চার প্রকার অভাবের উল্লেখ ও দৃষ্টান্ত সহযোগে সেগুলির বিশ্লেষণ করেছেন।

প্রাগভাব

অন্নংভট্ট তর্কসংগ্রহে প্রাগভাবের লক্ষণ দিয়েছেন ঃ "অনাদি সান্তঃ প্রাগভাবঃ"। অর্থাৎ 'যে অভাব অনাদি ও সান্ত, তাই প্রাগভাব'। কার্যের উৎপত্তির পূর্বে যে অভাব থাকে তাই প্রাগভাব। পটরূপ কার্যের উৎপত্তির পূর্বে তন্তুতে পটের যে অভাব, তাই প্রাগভাব। প্রাগভাবের আদি নাই, কিন্তু অন্ত আছে। তন্তুতে পটের প্রাগভাব কবে থেকে শুরু হয়েছে, তা বলা যায় না। তাই প্রাগভাব অনাদি। কিন্তু পটের প্রাগভাবের প্রতিযোগী অর্থাৎ পটের উৎপত্তি হলে ঐ প্রাগভাব বিনষ্ট হয়। তাই প্রাগভাব সান্ত।

অন্নংভট্ট দীপিকাটীকায় বলেছেন—আকাশাদি নিত্যদ্রব্যে অতিব্যাপ্তি বারণের জন্য প্রাগভাবের লক্ষণে 'সান্ত' বিশেষণ দেওয়া হয়েছে। আকাশ, পরমাণু প্রভৃতি অনাদি হলেও সান্ত নয়। ঘটাদিতে অতিব্যাপ্তি বারণের জন্য প্রাগভাবের লক্ষণে 'অনাদি' বিশেষণ

Scanned with CamScanner

দেওয়া হয়েছে। ঘটাদি ভাব পদার্থ সান্ত হলেও অনাদি নয়। প্রতিযোগীর সমবায়িকারণে বৃত্তি ও প্রতিযোগিজনক প্রাগভাব 'পট হচ্ছে', 'পট হবে' অর্থাৎ 'ভবিষ্যতি' এরূপ ব্যবহারের কারণ হয়।

প্রধ্বংসাভাব বা ধ্বংসাভাব

অন্নংভট্ট তর্কসংগ্রহে প্রধ্বংসাভাবের লক্ষণ দিয়েছেন ঃ "সাদিরনন্তঃ প্রধ্বংসঃ"। অর্থাৎ 'যে অভাব সাদি ও অনন্ত, তাই প্রধ্বংসাভাব বা ধ্বংসাভাব'। কার্যের উৎপত্তির পর যে অভাব থাকে, তাই ধ্বংসাভাব। যেমন, ঘটরূপ কার্যের উৎপত্তির পর লাঠির আঘাতে ঘট ভেঙে গেলে ঘটের সমবায়িকারণ কপালে যে ঘটাভাব উৎপন্ন হয়, তাই ধ্বংসাভাব। ধ্বংসাভাব সাদি অর্থাৎ এর আদি বা আরম্ভ আছে, কিন্তু অনন্ত অর্থাৎ এর অন্ত বা শেষ নাই।

অন্নংভট্ট দীপিকায় বলেছেন—ঘটাদিতে অতিব্যাপ্তি বারণের জন্য ধ্বংসাভাবের লক্ষণে 'অনন্ত' বিশেষণ দেওয়া হয়েছে। ঘটাদির উৎপত্তি আছে বলে তা সাদি। কিন্তু ঘটাদির ধ্বংস আছে বলে তা অনন্ত নয়। আকাশাদিতে অতিব্যাপ্তি বারণের জন্য ধ্বংসাভাবের লক্ষণে 'সাদি' বিশেষণ দেওয়া হয়েছে। আকাশাদি নিত্যদ্রব্য অনন্ত হলেও আকাশাদির উৎপত্তি নাই বলে তারা 'সাদি' নয়। ধ্বংসাভাব সাদি ও অনন্ত। ধ্বংসাভাবের ধ্বংস নাই। ধ্বংসাভাব অবিনাশী। ঘটের উৎপত্তির পর ঘট ধ্বংস হলে, সেই ঘটধ্বংসের ধ্বংস হয় না। কেননা সেই একই ঘট আবার উৎপন্ন হতে পারে না। তাই তা অনন্ত। প্রতিযোগিজন্য ও প্রতিযোগিসমবায়িকারণে বৃত্তি ধ্বংসাভাব 'ধ্বস্ত', 'নষ্ট' প্রভৃতি ব্যবহারের কারণ হয়।

অত্যন্তাভাব

অন্নংভট্ট তর্কসংগ্রহে অত্যন্তাভাবের লক্ষণ দিয়েছেন ঃ "ত্রৈকালিক সংসর্গাবচ্ছিন্ন প্রতিযোগিতাকঃ অত্যন্তাভাবঃ"। অর্থাৎ 'অত্যন্তাভাব হল সেই অভাব যা ত্রৈকালিক এবং যার প্রতিযোগিতা কোন সংসর্গ বা সম্বন্ধের দ্বারা অবচ্ছিন্ন'। যেমন, 'ভূতলে ঘট নাই', 'বায়ুতে রূপ নাই' প্রভৃতি অত্যন্তাভাবের উদাহরণ। বায়ুতে রূপ কখনও থাকে না। বায়ুতে রূপ অতীতে ছিল না, বর্তমানে নাই, ভবিষ্যতেও থাকবে না। এই অভাব ত্রিকালে বর্তমান বা ত্রৈকালিক।

অন্নংভট্ট দীপিকায় বলেছেন—প্রাগভাব ও ধ্বংসাভাবে অতিব্যাপ্তি বারণের জন্য অত্যন্তাভাবের লক্ষণে 'ত্রৈকালিক' বিশেষণ দেওয়া হয়েছে। প্রাগভাব অনাদি কিন্তু সান্ত। তাই প্রাগভাব ত্রৈকালিক নয়। আবার ধ্বংসাভাব অনন্ত হলেও সাদি। তাই ধ্বংসাভাব ত্রৈকালিক নয়। অন্যোন্যাভাবে অতিব্যাপ্তি বারণের জন্য অত্যন্তাভাবের

Scanned with CamScanner

লক্ষণে 'সংসর্গাবচ্ছিন্ন' বিশেষণ দেওয়া হয়েছে। অত্যন্তাভাব ও অন্যোন্যাভাব উভয়ই ত্রিকালে বর্তমান, অর্থাৎ ত্রৈকালিক হলেও অত্যন্তাভাবের প্রতিযোগিতা তাদাত্ম্য ভিন্ন সম্বন্ধের দ্বারা অবচ্ছিন্ন বলে অত্যন্তাভাব অন্যোন্যাভাব হতে ভিন্ন।

অন্যোন্যাভাব

অন্নংভট্ট তর্কসংগ্রহে অন্যোন্যাভাবের লক্ষণ দিয়েছেন ঃ "তাদাত্ম্যসম্বন্ধাবচ্ছিন্ন প্রতিযোগিতাকঃ অন্যোন্যাভাবঃ"। অর্থাৎ 'অন্যোন্যাভাব হল সেই অভাব যার প্রতিযোগিতা তাদাত্ম্য সম্বন্ধের দ্বারা অবচ্ছিন্ন'। যেমন, 'ঘটটি নয় পট' এরূপ প্রতীতি যখন হয় তখন অন্যোন্যাভাবের কথা বলা হয়। যে অভাব নিজ প্রতিযোগীর তাদাত্ম্যের বিরোধী হয়, তাই অন্যোন্যাভাব। অন্যোন্যাভাব হল সেই অভাব যেখানে দুটি পদার্থের তাদাত্ম্যকে অস্বীকার করা হয়। 'ঘটটি নয় পট' এক্ষেত্রে বলা হচ্ছে ঘট পট হতে ভিন্ন বা পট ঘট হতে ভিন্ন। তাই 'ঘটটি নয় পট' অন্যোন্যাভাব।

যার অভাব তাকে প্রতিযোগী বলা হয়। যেমন, ঘটাভাবের ক্ষেত্রে 'ঘট' হল প্রতিযোগী। পটাভাবের ক্ষেত্রে 'পট' হল প্রতিযোগী। ন্যায় মতে, প্রতিযোগী ঘট ও পটে প্রতিযোগিতা আছে। কিন্তু ঘটনিষ্ঠ প্রতিযোগিতা এবং পটনিষ্ঠ প্রতিযোগিতা অভিন্ন নয়। উভয় প্রতিযোগিতা অভিন্ন হলে ঘটাভাবের ক্ষেত্রে পটকে এবং পটাভাবের ক্ষেত্রে ঘটকে প্রতিযোগী বলা যেত। কিন্তু তা অসম্ভব। প্রতিযোগীর লক্ষণ অনুসারে যার অভাব তাই প্রতিযোগী। সুতরাং ঘটের ঘটাভাবের প্রতিযোগী হওয়া এবং পটের পটাভাবের প্রতিযোগী হওয়া—এ দুটি ঘটনা সম্পূর্ণ ভিন্ন। কিন্তু যদি তারা ভিন্ন হয়, তাহলে এমন কোন কিছু স্বীকার করতে হবে যা একটি প্রতিযোগীকে অন্য প্রতিযোগী থেকে পৃথক করে। দুটি প্রতিযোগীকে যা পৃথক করে তাই প্রতিযোগিতাবচ্ছেদক। ঘটের ক্ষেত্রে প্রতিযোগিতাবচ্ছেদক হচ্ছে ঘটের সেই ধর্ম যার দ্বারা অবচ্ছিন্ন হয়ে ঘট প্রতিযোগী হয়।

কোন কোন দার্শনিকের মতে প্রাগভাব এবং ধ্বংসাভাবের প্রতিযোগিতা কোন সংসর্গের দ্বারা অবচ্ছিন্ন হয়। অত্যন্তাভাবের প্রতিযোগিতাও কোন সংসর্গের দ্বারা অবচ্ছিন্ন হওয়ায় অত্যন্তাভাবের লক্ষণ প্রাগভাবে ও ধ্বংসাভাবে অতিব্যাপ্তি হয়।

টীকাকার নীলকণ্ঠের মতে, তর্কসংগ্রহে প্রদত্ত অত্যন্তাভাবের লক্ষণ ("ত্রৈকালিক সংসর্গাবচ্ছিন্ন প্রতিযোগিতাকঃ অত্যন্তাভাবঃ") বোধগম্য হবে যদি লক্ষণে উল্লিখিত 'সংসর্গ' শব্দের দ্বারা 'তাদাত্ম্যাতিরিক্ত-সংসর্গকে বোঝায়। কেননা তর্কসংগ্রহে অন্যোন্যাভাবের লক্ষণে বলা হয়েছে "তাদাত্ম্যসম্বন্ধাবচ্ছিন্ন প্রতিযোগিতাকঃ অন্যোন্যাভাবঃ")।

সংসর্গাবচ্ছিন্ন বিশেষণটি অত্যন্তাভাবের লক্ষণে দেওয়া না হলে অত্যন্তাভাবের লক্ষণ অন্যোন্যাভাবে অতিব্যাপ্তি হবে। কেননা ন্যায় মতে অত্যন্তাভাবের মত অন্যোন্যাভাবও ত্রৈকালিক। অত্যন্তাভাবের লক্ষণে "সংসর্গাবচ্ছিন্ন প্রতিযোগিতাকঃ" বিশেষণ দিলে উক্ত

Scanned with CamScanner

লক্ষণ অন্যোন্যাভাবে অতিব্যাপ্তি হবে না। কেননা অত্যন্তাভাবের প্রতিযোগিতা তাদাত্ম্যভিন্ন সম্বন্ধের দ্বারা অবচ্ছিন্ন এবং অন্যোন্যাভাবের প্রতিযোগিতা তাদাত্ম্য সম্বন্ধাবচ্ছিন্ন হয়।

'ঘটটি নয় পট' এই অন্যোন্যাভাবের ক্ষেত্রে ঘট হল প্রতিযোগী। ঘট প্রতিযোগী বলে ঘটত্ব ঘটের প্রতিযোগিতার অবচ্ছেদক এই অর্থে যে ঘটত্বই ঘটের প্রতিযোগিতাকে 'পট নয় ঘট' এই অন্যোন্যাভাবের প্রতিযোগী পট-এর প্রতিযোগিতা থেকে পৃথক করে। ঘটত্ব বা পটত্ব উল্লিখিত অভাবের ক্ষেত্রে প্রতিযোগিতাবচ্ছেদক ধর্ম। কিন্তু উল্লিখিত অভাবের ক্ষেত্রে আর এক প্রকার অবচ্ছেদক আছে এবং তা হল তাদাত্ম্যসম্বন্ধ। 'ঘটটি নয় পট' এ ক্ষেত্রে পটের সঙ্গে ঘটের তাদাত্ম্য সম্বন্ধের অভাবের কথা বলা হচ্ছে। এই সম্বন্ধও 'ঘটটি নয় পট' এই অভাবের প্রতিযোগী ঘটের প্রতিযোগিতার অবচ্ছেদক। সুতরাং দেখা যাচ্ছে যে, অত্যন্তাভাব ও অন্যোন্যাভাব উভয় ক্ষেত্রেই প্রতিযোগী দুটি অবচ্ছেদকের দ্বারা অবচ্ছিন্ন হয়—একটি সম্বন্ধভিন্ন ধর্মের দ্বারা এবং অপরটি সম্বন্ধের দ্বারা।

অন্নংভট্ট দীপিকাটীকায় অভাব বিষয়ক আরও কয়েকটি সমস্যা নিয়ে আলোচনা করেছেন।

Scanned with CamScanner